স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কাজ কোরোনা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) যা সৃষ্টি করেছেন তা মানুষের বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করা অসম্ভব। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) একটা কিছুর ভিতরে আরও হাজার হাজার জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন। এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে স্বপ্ন দেখা, অন্যান্য জগতে প্রবেশ করা এবং আবার সকালবেলায় ফিরে আসা।

শিক্ষা দেয়ার জন্যেও স্বপ্ন দেখানো হয়। যেমন, স্বপ্নের ভিতরে অনেক বড় বড় ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাও, অতঃপর এই বলে জেগে ওঠো যে, "আলহামদুলিল্লাহ এটা স্বপ্ন ছিল, বাস্তব নয়।" সেটা বাস্তব হলে তুমি কি করতে পারতে? আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) তাই দেখাচ্ছেন এবং তাতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে। স্বপ্ন দেখার উপকারিতা আছে আবার অনেক সময় ক্ষতিও আছে।

যখন তোমরা কোন স্বপ্ন দেখ, যদি তার ব্যাখ্যা জানতে খুব বেশী ইচ্ছুক হও তাহলে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করবে যে ভালোভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারে। কখনো এমন কাউকে স্বপ্ন বলবে না যে তার খারাপ মানে বের করবে, যে তার খারাপ ব্যাখ্যা করবে! যদি কাউকে নাও বল তাতেও কোন ক্ষতি নেই ইনশাআল্লাহ্। লোকেরা একটি খারাপ স্বপ্ন দেখে সারাদিন তার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যাকে তাকে তা বলার চেষ্টা করে। কোন দরকার নেই। যখন খারাপ স্বপ্ন দেখবে, বাম দিকে থুতু ফেল এবং ইনশাআল্লাহ্ তোমার কিছুই হবে না।

আরও বেশী যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে নাবীগণের জন্য স্বপ্নকে ওয়াহী হিসেবে গণ্য করা হতো। আমাদের সাধারণ মানুষদের সেরকম কোন যোগ্যতা নেই। আমাদেরকে স্বপ্নে এটা সেটা করতে বলা হলেও তা কাজে রূপান্তরিত করা যাবে না। বিশেষ করে যদি তা ইসলামের শারীয়াতের বাইরে হয় তবে তা কখনোই করা যাবে না।

অনেকে বলে, "আমি স্বপ্নে এরকম দেখেছি, এটা আমার জন্য আদেশস্বরূপ।" তুমি কে? হয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নতুবা তুমি নিজেকে খুব বড় কিছু ভেবে বলছ যে তোমাকে স্বপ্নে কিছু বলা হয়েছে এবং তুমি তা করবেই। নিজেরাতো করেই, তারা অন্যদেরও বলে বেড়ায়, "আমি তোমাকে স্বপ্নে এরকম করতে দেখেছি। তোমাকে এটা করতেই হবে!" এটা সম্ভব না, স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

কোন কাজ নেই! এটি একটি নিয়ম এবং একটি আদেশ।

স্বপ্ন দেখানো হয় আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) পক্ষ থেকে। অবশ্যই তা আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) দেখান কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই মানুষ সারাদিনে যেসব কাজকর্ম করে সেগুলো তাদের স্বপ্নে ঢুকে যায়। যদি সারাদিন কোন একটা জিনিস নিয়ে কাজ কর তাহলে নিশ্চিতভাবে তার কোন প্রভাব স্বপ্নে ঢুকবে। এটাকে আদেশ হিসেবে নেয়া যাবে না। এটাকে আল্লাহ্‌র আদেশ হিসেবে নিও না এবং মানুষকে বোলো না, "তোমার এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে!"

লোকেরা অনেক সময় নিজেদের খুব উঁচু ভাবে। তখন এটা তাদের জন্য শয়তানের কুমন্ত্রণায় পরিণত হয়। তখন তারা মানুষের জন্য ভালো না করে তাদের ক্ষতি করে। তাই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো কিন্তু স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে কোন কাজ করা যাবে না। এটা মানুষদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যেহেতু সবাই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অনেকে শুধু স্বপ্নের জগতেই বাস করে।

স্বপ্ন দেখানো আল্লাহ্‌র অসীম প্রজ্ঞার ভিতরে একটি এবং স্বপ্ন আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সামর্থ্য দেখায়। মানুষের মনে হয় যেন তারা স্বপ্নের ভিতরে বাস্তবভাবেই আছে। স্বপ্নের ভিতরে আল্লাহ্ আমাদের সবকিছুই অনুভব করান। তারপর সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠলে আবার সবকিছু স্বাভাবিকে ফিরে আসে।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

"ওয়া হুয়াল্লাযি ইয়াতাওয়াফফাকুন বিল লাইলি, ওয়া ইয়া'লামু মা জারাহতুম বিন নাহার।" (সুরাহ আন'আমঃ৬০) আল্লাহ্ তোমার আত্মাকে রাতে নিয়ে নিচ্ছেন, সেটাকে যেখানে খুশী সেখানে পাঠাচ্ছেন এবং সকালে তিনি তোমার পুরোনো জীবন আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন এবং তুমি চলছ।

এই জন্যই আমাদেরকে স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করা উচিৎ। কখনোই এমন কাউকে বোলোনা যে তার ভালো ব্যাখ্যা করবে না। কোন দরকার নেই। স্বপ্নের মাধ্যমে কোন কাজও করা যাবে না। এটাই শেষ কথা। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতে ভালো জীবন দান করুন, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এসব লোকদের থেকে দূরে রাখুন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬/২৪ রাবিউল আখির ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।